বিশ্বজগতের শিক্ষক

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)



বিশ্বজগতের শিক্ষক

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত..... 4
বয়ান শোনার নিয়্যত 5
তাঁর চেয়ে উত্তম কোন শিক্ষক কাউকে দেখিনি...!! 5
নম্রতার সাথে বুঝিয়ে দিন! 7
কঠোরতায় জেদ বাড়ে 8
শিক্ষক হিসেবে প্রিয় নবীজির শান ও মর্যাদা 9
ফেরেশতারা ইলম শিখেছে 10
আম্বিয়ায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام ফয়েয দানকারী 11
কসাইকে শিক্ষা দান করলেন..... 12
আমাকে শিক্ষক বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে..... 14
কুরআন শিক্ষাদানকারী নবী..... 14
নূর বন্টনকারী নবী 15
শিক্ষক হওয়াটাও সৌভাগ্যের বিষয় 16
মানুষের কী হয়েছে? 17
প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষা দেওয়ার ধরন..... 19
অন্তর পরিবর্তন করে দিয়েছেন..... 19
বোঝানোর একটি আধুনিক পদ্ধতি 21
জাতি যেভাবে গঠিত হয় 22
১২টি দ্বীনি কাজের একটি: প্রাপ্তবয়স্কদের মাদ্রাসা (মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান) 25
ঘোষণা..... 27

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 28
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: 28
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 28
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 29
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 29
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 29
(৬) দরূদে শাফায়াত: 30
(১) এক হাজার দিনের নেকী 30
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 30
সুরমা লাগানোর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদবসমূহ 31
দোয়ায়ে মুস্তফা 31
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 33
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 34
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 36
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 36
মাসিক ৪টি নেক আমল 37
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 37
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 37

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

مَامِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِي اللّٰهِ يَسْتَقْبِلُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيُصَافِحُه وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اِلَّا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتّٰى تُغْفَرَ ذُنُوْبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا وَمَا تَأَخَّرَت

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের খাতিরে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা পোষণকারীরা যখন একে অপরের সাথে সাক্ষাত করে এবং মুসাফাহা করে এবং নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ প্রেরণ করে তো তাদের উভয়ের পৃথক হওয়ার আগে তাদের পূর্বেকার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। **(মুসনদে আবি ইয়া'লা, ৩/৯৫, হাদিস: ২৯৫১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাঁর চেয়ে উত্তম কোন শিক্ষক কাউকে দেখিনি...!!

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রয়েছে, এর রাবী হলো সাহাবিয়ে রাসূল হযরত মুয়াবিয়া বিন হাকাম সুলামী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। তার সাথে একবার একটি

ঘটনা সংগঠিত হলো, তো তিনি সেই ঘটনাটি বর্ণনা করেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামায আদায়কালে কথাবার্তা বলার অনুমতি ছিল। পরবর্তীতে মহান আল্লাহর নির্দেশ নাযিল হয় এবং সালাতের মধ্যে কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ করা হয়। এই নতুন বিধানের কথা হযরত মুআবিয়া বিন হাকাম সুলামী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর জানা ছিল না।

ঘটনাটি যেভাবে ঘটেছিল; তিনি বর্ণনা করেন: একদিন আমি মসজিদে নববীতে উপস্থিত হলাম এবং রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর পেছনে নামায আদায় করার সৌভাগ্য লাভ করলাম। নামায চলাকালীন এক ব্যক্তির হাঁচি এলো। (যেহেতু তাঁর মনে পূর্বের হুকুমই বহাল ছিল যে, সালাতের মধ্যে কথা বলা যায়, তাই) তিনি বলেন: লোকটি হাঁচি দিলে আমি বলে উঠলাম, یَرۡحَمُکَ اللّٰہُ (আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুক)। আমি এটুকু বলতেই চারপাশের সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। আমি বললাম, 'কী হয়েছে? তোমরা আমার দিকে এভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছ কেন?' তখন তারা নিজেদের উরুতে হাত চাপড়াতে লাগলেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছেন। তাই আমি চুপ হয়ে গেলাম।

তিনি বলেন: নামায শেষ হলো এবং সালাম ফেরানো হলো। এখন কী ঘটলো? মুয়াল্লিমে কায়িনাত, রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে তাঁর কাছে ডেকে নিলেন...!!

আমার পিতা-মাতা তাঁর ওপর উৎসর্গ হোক! তাঁর চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক (শিক্ষা দানকারী ও লালন-পালনকারী) আমি পূর্বে কখনো

দেখিনি এবং তাঁর পরেও কাউকে দেখিনি। তিনি আমাকে ডাকলেন; না কোনো বকাঝকা করলেন, না প্রহার করলেন, আর না কোনো মন্দ কথা বললেন। বরং অত্যন্ত পরম মমতায় ও নরম সুরে বললেন: নামাযে কথাবার্তা বলতে হয় না; নামায তো আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করার জন্য,তাকবীর দেয়ার জন্য এবং কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য রয়েছে। **(মুসলিম, পৃ:১৯৯, হাদিস: ৫৩৭)**

নম্রতার সাথে বুঝিয়ে দিন!

سُبْحَانَ الله! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কেমন শান আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর...!! এই হাদিসে পাক দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, বুঝানোর ক্ষেত্রে নম্রতা অবলম্বন করা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতে মুবারাকা। **(আল বাহরুল মুহিত্ব, পৃ:২২৬, হাদিস: ৫৩৭)**

আফসোস! আমাদের সমাজে এই সুন্নাতে নববীকে পরিত্যাগ করা হয়েছে। সাধারণত এই অভিযোগ অহরহ শুনতে পাওয়া যায় যে, কেউ আমাদের কথা শোনে না, কিন্তু আমাদের বোঝানোর ধরণটা কেমন, সে বিষয়ে খুব কম মানুষই চিন্তা-ভাবনা করে। ✯ ছোট বাচ্চাদের প্রতি আচরণ: কোনো ছোট শিশু ভুল করলে মানুষ তাকে সাথে সাথে বকাঝকা করা শুরু করে দেয়। ✯ মসজিদে শিশুদের সাথে দুর্ব্যবহার: আট-দশ বছরের শিশুরা অনেক সময় মসজিদে আসে এবং স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা চঞ্চলতা বা দুষ্টুমি করে ফেলে। প্রায়ই দেখা যায়, মানুষ রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে তাদের থাপ্পড় পর্যন্ত মেরে বসে! এর পরিণতি কী দাঁড়ায়? অনেক শিশুর মন ভেঙে যায় এবং তারা সারা জীবনের জন্য মসজিদের পথ এড়িয়ে চলা শুরু করে। ✯ পারিবারিক ক্ষেত্রে কড়া সুর: একইভাবে

বাসা-বাড়িতেও মানুষকে কোনো কিছু বোঝানোর ধরণ অত্যন্ত কঠোর ও রুক্ষ হয়ে থাকে। ✯ মায়ের শাসন ও অতিরিক্ত কঠোরতা: জগতে মায়ের ভালোবাসা সুপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও, কিছু মা-ও সন্তানকে শাসন বা বোঝানোর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন করেন। ✯ সবার সামনে লজ্জা দেওয়া: আমাদের সমাজে অন্যের সামনে বা প্রকাশ্যে কাউকে বোঝানোর এক বাজে প্রচলন রয়েছে। ছোট ভাই, সন্তান বা পরিবারের কোনো সদস্য ভুল করলে ঘরে কোনো অতিথি এলে তার সামনে পুরো ঘটনা তুলে ধরে তাকে বোঝানো বা শাসন করা শুরু হয়। ✯ দ্বীনের দাওয়াতে কঠোরতা: একইভাবে দ্বীনের পথ বা ভালোর দিকে আহ্বান জানানোর ক্ষেত্রেও অনেক সময় অত্যন্ত কঠোর ও কর্কশ ভাষা ব্যবহার করা হয়।

কঠোরতায় জেদ বাড়ে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটি অত্যন্ত ভুল একটি পন্থা। কাউকে বোঝানো অবশ্যই উচিত, তবে তা হতে হবে পরম কোমলতার সাথে...!! নম্রতা, ভালোবাসা ও দূরদর্শিতার (হিকমতের) সাথে বোঝালে ! اِنْ شَآءَ الله সেই বোঝানোতে সুফল মিলবে। আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মানুষের আমল বা আচরণের সংশোধনে নম্রতার পথ অবলম্বন করা উচিত, যেন কঠোরতার কারণে মানুষের ভেতরের জেদ আরও বেড়ে না যায়। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭/১৯৪)**

এ থেকে প্রমাণিত হয়: নম্রতার সাথে বোঝালে কথার মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি হয়, আর কঠোরতা দেখালে সামনের মানুষটি জেদী হয়ে ওঠে। অতএব, যাঁরা শিক্ষক, মুবাল্লিগ, মা-বাবা, বড় ভাই কিংবা যে কেউ যাঁরা

অন্যকে শেখান বা বোঝান, দ্বীনের দাওয়াত দেন তাঁদের সকলের উচিত সুন্নাহর এই পথ অনুসরণ করা এবং নম্রতাকে নিজেদের অভ্যাসের অংশ বানিয়ে নেওয়া।

শিক্ষক হিসেবে প্রিয় নবীজির শান ও মর্যাদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর অসংখ্য-অগণিত মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাঁর শান ও মান এতই মহান যে, আমাদের মতো সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, সমগ্র সৃষ্টির কারো পক্ষেই তাঁর এসকল শানের গণনা করা সম্ভব নয়।

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর এই অগণিত শান ও মর্যাদার মধ্যে একটি অন্যতম শান হলো শিক্ষক হিসেবে তাঁর মহান মর্যাদা। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন: ✯ সমগ্র কায়েনাতের সবচেয়ে মহান ✯ সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ✯ সর্বশ্রেষ্ঠ ✯ এবং সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান শিক্ষক।

সাধারণত আমাদের দেশে সমাজে ১০, ১২ বা ১৫ বছর শিক্ষকতা করলে তাকে অনেক পারদর্শী, অভিজ্ঞ শিক্ষক হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ যার মধ্যে পড়ানোর সময়সীমা ও অভিজ্ঞতা বেশি থাকে সে বড় শিক্ষক হয়ে ওঠে। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষক হওয়ার সময়সীমা কতটুকু জানেন? যখন থেকে সৃষ্টিজগতের সৃজন হয়েছে, তখন থেকে তিনি শিক্ষক।

হাদিসে পাকে রয়েছে: রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর সমস্ত মাখলুকাতের পূর্বে বানানো হয়েছে। **(মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, পৃ:৬৪, হাদিস: ১৮)**

হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর সৃষ্টির ২০০০ বছর পূর্বের কথা যে, يُسَبِّحُ ذٰلِكَ النُّوْرُ। নূরে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠ করত فَتُسَبِّحُ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِهٖ। ব্যস ফেরেশতারা এই তাসবীহগুলো শুনে তাসবীহ পাঠ করত। **(আশ শরীয়াতু লিল আজরী, ৩/১৪১৯, হাদিস: ৯৬০)**

سُبْحَانَ الله! প্রতীয়মান হলো; যখন হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর সৃষ্টি হয়নি, আমার ও আপনার নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তখনও শিক্ষক ছিলেন, তিনি ফেরেশতাদের তাসবীহ শিখাতেন, ফেরেশতারা তাঁর কাছ থেকে শিখে আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠ করতেন।

ফেরেশতারা ইলম শিখেছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন শান ওয়ালা শিক্ষক যে, ফেরেশতারাও তাঁর থেকে ইলমের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে, এ বিষয়ে আরও একটি ঈমানদীপ্ত বর্ণনা শুনুন! আল্লামা উমর বিন আহমদ আফান্দি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কসিদায়ে বুরদা শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন: মালায়ে আ'লা'-র ফেরেশতাগণ (অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্যশীল ফেরেশতাবৃন্দ) এক হাজার বছর ধরে কিছু মাসআলা ও জটিল বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করছিলেন, কিন্তু তাঁদের সেই সমস্যাগুলোর সমাধান হচ্ছিল না। তাঁদের সেই কঠিন মাসআলাগুলোর সমাধান হয়েছিল মেরাজের রাতে! তা কীভাবে? হাদিস শরীফে এসেছে: উচ্চ মর্যাদার অধিকারী প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: আমি আমার রবকে এক সুন্দর সুরতে (তাঁর শান অনুযায়ী) দর্শন করেছি। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: 'হে আমার হাবীব ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মালায়ে

আ'লার ফেরেশতাগণ কোন্ বিষয়ে আলোচনা ও বিতর্ক করছেন? আমি আরজ করলাম: হে আল্লাহ! তুমিই সবচেয়ে ভালো জানো। এরপর আল্লাহ পাক আমার ওপর বিশেষ কৃপা বর্ষণ করলেন এবং আমাকে জ্ঞান দান করলেন। তখন আমি আরজ করলাম: হে আল্লাহ! ৪টি মাসআলা রয়েছে, যা ফেরেশতাগণ সমাধান করতে পারছেন না।' আল্লাহ পাক বললেন: হে আমার প্রিয় হাবীব ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনি সত্য বলেছেন। অতঃপর আল্লাহ পাক মালায়ে আ'লার ফেরেশতাগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন: يَا مَلَائِكَتِي! وَجَدْتُمْ حَلَّالَ الْمُشْكِلَات হে আমার ফেরেশতাগণ! তোমরা সকল সমস্যার সমাধানকারীকে পেয়ে গেছো। فَاسْئَلُوْا اَشْكَالَكُمْ অর্থাৎ যেসব জটিল মাসআলা তোমরা সমাধান করতে পারছিলে না, আজ আমার হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর কাছে তা জিজ্ঞেস করে জেনে নাও...!

(আসিদাহ শরহে কসিদায়ে বুরদা,পৃ: ২৩৬-২৩৭)

سُبْحَانَ الله! দ্বীনের যে জটিল মাসআলাগুলো নিয়ে ফেরেশতাগণ দীর্ঘ এক হাজার বছর ধরে চিন্তাভাবনা করা সত্ত্বেও কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলেন না, আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মাত্র কয়েক মুহূর্তেই ফেরেশতাদের সেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিলেন! এ থেকে প্রমাণিত হয় আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন মহান শান ও মর্যাদার শিক্ষক (মুয়াল্লিম), যিনি ফেরেশতাগণকেও জ্ঞান দান করেন এবং শিক্ষা দেন।

আম্বিয়ায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام ফয়েয দানকারী

একটি অত্যন্ত সুপরিচিত হাদিস শরীফ রয়েছে। একবার বিশ্বশিক্ষক, সমস্ত সৃষ্টির গৌরব, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর দরবারে

আরজ করা হলো: مَتٰى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনাকে কখন নবুয়তের মুকুট দান করা হয়েছে? তিনি বললেন: وَاٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ অর্থাৎ হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام তখনও আত্মা ও দেহের অন্তর্বর্তী অবস্থায় ছিলেন (তাঁর সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি), তার পূর্বেই আমাকে নবুয়তের মুকুট দান করা হয়েছে।

(তিরমিযী, পৃ:৮২৫, হাদিস: ৩৬১৮)

এই হাদিস শরীফের ব্যাখ্যায় আলেমগণ এই কথাটিও লিখেছেন যে, আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন দুনিয়াতে তাশরীফ আনেননি, আলমে আরওয়াহ-তে (রুহের জগতে) তাশরীফ ফরমা ছিলেন, সেই সময়েও রুহানিভাবে নবীদেরকে (عَلَيْهِمُ السَّلَام) ফয়েয পৌঁছাচ্ছিলেন।

(ফাতুহাতে মক্কীয়া, ১/২১৪)

سُبْحَانَ الله! আমার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর কী শান! জানা গেল, আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর মতো শিক্ষক আর কেউ নেই। তিনি এমন শান ওয়ালা শিক্ষক যে, কম-বেশি এক লাখ চব্বিশ হাজার নবীগণও عَلَيْهِمُ السَّلَام তাঁর কাছ থেকে ফয়েয হাসিল করেছেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কসাইকে শিক্ষা দান করলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন মুয়াল্লিমে কায়েনাত (বিশ্বশিক্ষক)। অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিকে জ্ঞান তাঁরই সদকায় দান করা হয়েছে, তাঁরই উসিলায় নসীব হয়েছে এবং তিনি সমস্ত সৃষ্টিকে জ্ঞান প্রদানকারী ও শেখানো ওয়ালা। তাঁকে মুয়াল্লিমে কায়েনাত

শুধু কথার কথা বা রূপক অর্থে বলা হয় না, বরং তিনি প্রকৃতপক্ষেই মুয়াল্লিমে কায়েনাত। একটি বর্ণনা শুনুন! একবার এক কসাই তার ছাগলের খোঁয়াড়ে পৌঁছাল, দরজা খুলল এবং জবাই করার জন্য একটি ছাগল ধরতে চাইল। ছাগলটি তার হাত থেকে ছুটে পালিয়ে গেল এবং দৌড়াতে দৌড়াতে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর পবিত্র দরবারে হাজির হয়ে গেল। কসাইও পিছে পিছে পৌঁছে গেল। সে ছাগলটির পা ধরে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল। এতে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রথমে ছাগলটিকে বললেন: اِصْبِرِیْ لِاَمْرِ اللهِ অর্থাৎ "আল্লাহ পাকের হুকুমের ওপর সবর করো! তারপর রহমতের শান দেখিয়ে কসাইকে বললেন: وَاَنْتَ یَا جَزَّارُ فَسُقْهَا اِلَی الْمَوْتِ سَوْقًا رَفِیْقًا হে কসাই! একে মৃত্যুর দিকে পরম নম্রতার সাথে নিয়ে যাও!

(মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, পৃ:৩৭৭, হাদিস: ৮৬৪০)

سُبْحَانَ الله! এটি আমার নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর শান। এখানে দেখুন! দুই দিক থেকেই ভুল হচ্ছিল (১): ছাগল, যাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে এইজন্য যে, তাকে জবাই করা হবে, সে আল্লাহর এই সিদ্ধান্তের থেকে যেন পালিয়ে যাচ্ছিল। (২) অন্যদিকে কসাই, যাকে নম্রতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সে কঠোরতা করছিল। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উভয়কেই শিক্ষা দিলেন। ছাগলকে বললেন: আল্লাহর হুকুমের ওপর সবর করো! কসাইকে বললেন: নম্রতা অবলম্বন করো!

জানা গেল; রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন এমন এক সত্তা, যাঁর দরবার থেকে পশুপাখিও শিষ্টাচার শেখে এবং এখান থেকেই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করে।

আমাকে শিক্ষক বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়াতে তাশরীফ আনলেন, তাঁর আগমনের একটি মৌলিক উদ্দেশ্যও ছিল শিক্ষকতা। তিনি স্বয়ং নিজেই বলেন: بُعِثْتُ مُعَلِّمًا আমাকে শিক্ষক বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। **(ইবনে মাজাহ, পৃ:৫০, হাদিস: ২২৯)**

কুরআন শিক্ষাদানকারী নবী

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেন:

اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۵۱﴾

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৫১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আমি তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করেছি একজন রাসূল তোমাদের মধ্য থেকে, যিনি তোমাদের উপর আমার আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন, তোমাদেরকে পবিত্র করেন, এবং কিতাব ও পরিপক্ক জ্ঞান শিক্ষা দেন। আর তোমাদের সেই শিক্ষা দান করেন, যার জ্ঞান তোমাদের ছিল না।

অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! আল্লাহ পাক তোমাদের উপর অনেক বড় দয়া করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রেরণ করেছেন, তিনি আপদমস্তক রহমত আর রহমত। এইভাবে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমাদের উপর লাখো লাখো অনুগ্রহ করেছেন তবে কিছু কিছু অনুগ্রহ একদম স্পষ্ট দৃশ্যমান: (১): একটি হলো তিনি তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের আয়াতসমূহ পৌঁছিয়ে থাকেন, তোমাদেরকে আয়াত পড়ে শুনিয়ে থাকেন, পড়া শেখান, তোমাদের

উচ্চারণ শুদ্ধ করেন এবং তিলাওয়াতের আদব শিক্ষা দেন (২): এর পাশাপাশি তিনি তোমাদেরকে ✯ মন্দ আকিদা থেকে ✯ মন্দ চরিত্র থেকে ✯ মন্দ স্বভাব থেকে ✯ মোটকথা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যাধি থেকে পবিত্র করেন (৩): তিনি তোমাদেরকে কুরআনে কারীমের গোপনীয়তাও বুঝিয়ে দেন (৪): এবং তোমাদেরকে দ্বীন ও দুনিয়ার সবকিছু বলে থাকেন, যেই বিষয়ে তোমরা অবগত ছিলে না।

(তাফসীরে নঈমী, পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াতের পাদটীকা: ১৫১, ২/৬৬, ৬৭)

سُبْحٰنَ اللّٰه! প্রতীয়মান হলো রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পৃথিবীতে তাশরীফ আনার একটি মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে কুরআনে শিখানো।

নূর বন্টনকারী নবী

অন্য এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেন:

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِۙ

(পারা ১৩, সূরা ইব্রাহিম, আয়াত ১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: একটি কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকাররাশি থেকে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন।

অর্থাৎ হে প্রিয় মাহবুব ! صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়া অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে ✯ আকাঈদের অন্ধকার ✯ মতাদর্শের অন্ধকার ✯ মন্দ স্বভাব ও মন্দ অভ্যাসের অন্ধকার ✯ মোটকথা; অন্ধকার এমনভাবে ছেয়ে গেছে যেই মানুষেরা আশরাফুল মাখলুকাত, তারা এটির সংজ্ঞাও জানে না ✯ কখনো সূর্যকে সিজদা করে ✯ কখনো বৃক্ষ আবার কখনো পাথরকে নিজেদের খোদা বানিয়ে নেয়, হে প্রিয় হাবীব ! صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমরা

কুরআনে কারীমের নূর আপনার উপর অবতীর্ণ করেছি, আপনি মানুষকে কুরআনে কারীম শুনিয়ে, কুরআনে কারীম পড়িয়ে, কুরআনে কারীমের নূরানী শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিয়ে মানুষ অন্ধকার থেকে নূর তথা আলোর দিকে নিয়ে আসুন!

বোঝা গেল; ✯ কুরআন হলো নূর ✯ মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যিনি নিজেও নূর, নূরে কুরআনকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাশরীফ এনেছেন ✯ এই নূরের মাধ্যমে মন ও মননকে আলোকিত করতে ✯ চরিত্রকে সুন্দর করতে ✯ মাটির মানুষকে নূরানী বানানোর জন্য তাশরীফ এনেছেন।

শিক্ষক হওয়াটাও সৌভাগ্যের বিষয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শিক্ষক হয়ে তাশরীফ এনেছেন, এতে আমাদের জন্য উদ্দীপনা রয়েছে, আমাদের উচিত শিক্ষক হওয়ার চেষ্টা করা, ইলমে দ্বীন শিখা এবং অপরকেও শিক্ষা দেওয়া। রেওয়ায়েতে রয়েছে: كُنْ عَالِمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا اَوْ مُحِبًّا اَوْ مُتَّبِعًا অর্থাৎ ✯ আলিম হও ✯ অথবা শিক্ষার্থী হও ✯ অথবা তাদেরকে ভালোবাসো ✯ নতুবা তাদের অনুসরণকারী হও।

(জামে বয়ানু ই'লাম ওয়া ফুদ্বলা, ১/১৫৪, হাদিস: ১৪২)

প্রতীয়মান হলো আমাদেরকে এই চার শ্রেণি থেকে যেকোন এক শ্রেণির হতে হবে। হয়তো আলিম হোন নতুবা দ্বীনি শিক্ষার্থী অথবা আলিমদের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী অথবা তাদের কথা মান্যকারী। কিছু কিছু বর্ণনার মধ্যে রয়েছে: এই ৪জন ব্যতীত পঞ্চমজন হয়ো না নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবে। **(কাশফুল খফা, পৃ:১৩৪, হাদিস: ৪৩৭)**

মানুষের কী হয়েছে?

আরবের একটি গোত্র ছিল, আশআর। হযরত আবু মূসা আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী, তিনি এই গোত্রের লোক ছিলেন। এই গোত্রের লোকেরা অনেক বড় বড় আলিম, ফকীহ, কুরআনের জ্ঞান সম্পন্ন, শরয়ী ইলম ও আহকাম এবং মাসআলা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গরা ছিল। তাদের প্রতিবেশী একটি গোত্র থাকত, তারা আলিম ছিল না, আশআরী গোত্রের লোকেরা তাদেরকে ইলম শিখাতেন না, তারাও এদের কাছে শিখতে আসত না অর্থাৎ উভয় গোত্রদ্বয়ের শিখা ও শিখানোর দিকে মনযোগ ছিল না।

অতঃপর একবার এমনটি হলো যে, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মিম্বরে তাশরীফ নিলেন, আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন, এরপর বললেন: لَا يُفَقِّهُوْنَ جِيْرَانَهُمْ وَلَا يُعَلِّمُوْنَهم وَلَا يَعِظُوْنَهُمْ وَلَا يَأْمُرُوْنَهُمْ وَلَا مَا بَالُ اَقْوَامٍ! يَنْهَوْنَهُمْ। ওই গোত্রের কী হয়েছে? তারা তাদের প্রতিবেশীকে ফুকাহাত (দ্বীনের বুঝ) শেখাচ্ছে না, ইলমে দ্বীন শেখাচ্ছে না, তাদেরকে উপদেশ দেয় না, তাদেরকে নেকীর দাওয়াত দেয় না, মন্দ বিষয় থেকে নিষেধ করে না? তারা নিজেদের প্রতিবেশী থেকে ইলমে দ্বীন শিখে না, দ্বীনের তথ্যাবলী নেয় না, তাদের কাছ থেকে নসীহত নেয় না...!! এরপর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জালালিয়্যতে এসে বললেন: আল্লাহ পাকের শপথ! হয় এই লোকেরা তাদের প্রতিবেশীদের ইলমে দ্বীন শেখাবে, তাদেরকে দ্বীন সম্পর্কে বোঝাবে, তাদেরকে নসীহত করবে, নেকীর হুকুম দিবে, মন্দ বিষয়াদি থেকে নিষেধ করবে, তাদের প্রতিবেশী তাদের কাছ থেকে ইলমে

দ্বীন শিখবে, দ্বীন বুঝবে, নসীহত গ্রহণ করবে اَوْ لَاُعَاقِبَنَّهُمُ الْعُقُوْبَةَ না হয় আমি কঠিন শাস্তি দিয়ে তাদের চিকিৎসা করবো।

(আত্তারগিব ওয়াত্তারহিব, পৃ:৫৯, হাদিস: ৭)

اَللّٰهُ اَكْبَر! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শব্দ মুবারক, তিনি সমস্ত জাহানের জন্য রহমতস্বরুপ, তাঁর চেয়ে অধিক দয়াশীল আর কেউ হতে পারে না, এরপরও তিনি যখন দেখলেন যে একটি গোত্র, যারা ইলম ওয়ালা, ✯ কিন্তু অন্যদেরকে ইলম শেখায় না ✯ বোঝায় না ✯ আর না তাদেরকে দেখে এদের কোন খারাপ লাগে। অথচ আরেকটি গোত্রও রয়েছে তারাও ইলমে দ্বীনি অর্জন করে না, অর্থাৎ তাদের এই দিকে কোন মনযোগও নেই, অন্যদেরকে ইলম অর্জন করতে দেখছে, ইলমে দ্বীনের অনুশীলন করতে দেখছে কিন্তু নিজেরা ওইদিকে ধাবিত হচ্ছে না, রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই উভয় গোত্রের উপর রাগান্বিত হয়েছেন এবং পরিষ্কার বলে দিয়েছেন: হয় তোমরা শিখা বা শেখানো শুরু করবে নতুবা কঠিন শাস্তির মাধ্যমে তোমার চিকিৎসা করা হবে।

اللّٰه! اللّٰه! এটি আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর শিক্ষা...!! দ্বীনের ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান) অর্জনও করতে হবে, শিক্ষাও দিতে হবে এবং এর ব্যাকুলতাও নিজের ভেতরে সৃষ্টি করতে হবে। রেওয়ায়েতে আছে: যখন আশআর গোত্রের সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ এই রাজকীয় বাণী শুনলেন, তখন তারা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ ! صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আমাদেরকে এক বছর সময় দিন! এক বছরের মধ্যে আমরা আমাদের প্রতিবেশীদেরকে দ্বীনের ইলম শিখিয়ে দেব।

(আত্তারগিব ওয়াত্তারহিব,পৃ: ৫৯-৬০, হাদিস: ৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের নিজেদের ভেতরেও এই ব্যাকুলতা সৃষ্টি করতে হবে। যদি আমাদের ওপর ফরয জ্ঞান জানা না থাকে, তবে তা অবশ্যই শিখতে হবে; আর যদি জানা থাকে, তবে অন্যদের শেখাতে হবে। আমাদের যত পরিচিত জন আছেন... বস্তুত সব মুসলমান একে অপরের ভাই ভাই, অপরিচিত কেউ নয়। তাই যার পর্যন্তই আমাদের পৌঁছানোর সুযোগ আছে, তাকে ২টি কাজের যেকোনো ১টি কাজে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে: হয় তাকে দ্বীনের ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান) অর্জনে লাগিয়ে দিতে হবে, না হয় শেখানোর যোগ্য বানিয়ে দিতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদের এর তাওফীক দান করুক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষা দেওয়ার ধরন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন মুয়াল্লিমে কায়িনাত, তাঁর পড়ানোর, বোঝানোর, মানুষের কাছে ইলমে দ্বীন পৌঁছানোর ধরন মুবারক কেমন ছিল? এই বিষয়ে তাঁর সিরাত মুবারক কেমন ছিল? আসুন! কয়েকটি রেওয়ায়েত শুনি:

অন্তর পরিবর্তন করে দিয়েছেন

এক বর্ণনায় এসেছে, এক যুবক রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করল: "হে আল্লাহর রাসূল ! صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ব্যভিচারের (যেনার) অনুমতি দিন! এ কথা শোনা মাত্রই সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং তাকে প্রহার

করতে চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: "ওকে মেরো না! এরপর তাকে নিজের কাছে ডেকে বসালেন এবং অত্যন্ত নরম ও স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন: হে যুবক! তুমি কি পছন্দ করবে যে, কেউ তোমার মায়ের সাথে এমন কাজ করুক? সে আরজ করল: আমি তা কীভাবে মেনে নিতে পারি? রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: তাহলে অন্য মানুষ কীভাবে তোমার ক্ষেত্রে তা মেনে নিতে পারে? এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার মেয়ের সাথে যদি এমন করা হয়, তবে কি তুমি তা পছন্দ করবে? সে বলল: না। তিনি বললেন: যদি তোমার বোনের সাথে কেউ এমন আচরণ করে তবে? আর যদি তোমার খালার সাথে করে তবে? একইভাবে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একে একে প্রতিটি সম্পর্কের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, আর সে প্রতিটি ক্ষেত্রে বলতে থাকল যে, সে তা পছন্দ করে না। তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার বুকে হাত রেখে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন: হে আমার আল্লাহ! এর অন্তরকে পবিত্র করে দাও এবং এর গুনাহ ক্ষমা করে দাও। এরপর থেকে সেই যুবক সারাজীবন ব্যভিচারের প্রতি চরম ঘৃণা পোষণ করে এসেছে।

(মুসনদে আহমদ, ৯/৪১৮, হাদিস: ২২৮৪৭)

سُبْحٰنَ الله! আমার প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর কী অনন্য শান...!! কত সুন্দর পন্থায় তিনি আত্মশুদ্ধি ও প্রশিক্ষণ (তরবিয়ত) প্রদান করেছেন! এই রেওয়ায়েতে আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমত ও স্নেহ-মমতাও লক্ষ্য করুন! যুবকটি যখন এমন একটি প্রশ্ন করেছিল, তখন সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ রাগান্বিত হয়ে উঠলেন এবং তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য উদ্যত হলেন। কিন্তু রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন বিশ্বশিক্ষক (মুয়াল্লিমে কায়েনাত) ও দুই জাহানের

রহমত। তিনি তাঁর প্রতি কঠোরতা করা একেবারেই পছন্দ করলেন না। সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ -কেও থামিয়ে দিলেন এবং নিজেও অত্যন্ত নম্রতা ও স্নেহ-ভালোবাসার সাথে তাকে বুঝিয়ে বললেন—যাতে সে বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

বোঝানোর একটি আধুনিক পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আধুনিক মনস্তত্ত্বে অন্যদের প্রশিক্ষিত করার একটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যাকে বলা হয়: ট্রান্সফারেন্স (***Transference***)। এর অর্থ হলো: কোনো কিছুতে রূপান্তরিত বা ঢলে পড়া। এই মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে যিনি শিক্ষক বা ট্রেইনার, তিনি সামনের ব্যক্তির সাথে একটি মানসিক ও আবেগীয় সম্পর্ক গড়ে তোলেন। যেমন নিজের মর্যাদা সামনের ব্যক্তির কাছে একজন পিতার সমপর্যায়ে নিয়ে যান এবং তার মনে ঠিক তেমনই ভালোবাসা জাগিয়ে তোলেন, যা একজন সন্তানের তার পিতার প্রতি থাকে। এরপর এই আবেগীয় সম্পর্কের মাধ্যমেই তিনি সামনের ব্যক্তির চরিত্র গঠন করেন এবং জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে তাকে সঠিক পথের পথিক বানিয়ে দেন। এবার চিন্তা করে দেখুন! সাইকোলজিতে এই পদ্ধতিটি হয়তো ইদানীং আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শত শত বছর আগেই আমাদের এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন! তিনি ব্যবহারিকভাবে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন যে, যখন কাউকে বোঝাতে হবে, দ্বীনের জ্ঞান শেখাতে হবে কিংবা কারও চরিত্র গঠন করতে হবে, তখন এই সুন্দর ও চমৎকার পদ্ধতিতে করতে হবে, যাতে সামনের ব্যক্তি আপনাকে তার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বলে মেনে নেয়। আর সে যখন

আপনাকে তার শুভাকাঙ্ক্ষী মনে করবে, তখন সে আপনার কথা বুঝতেও পারবে এবং তা মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী আমলও করতে শুরু করবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও অন্যদের বোঝানোর সময় এই পদ্ধতিটিই অনুসরণ করা উচিত! ✯ বয়ান করার সময় ✯ দরস (ধর্মীয় শিক্ষা/পাঠ) দেওয়ার সময় ✯ কাউকে ব্যক্তিগতভাবে (একান্তে) বোঝানোর সময় ✯ ঘরে সন্তানদের তরবিয়্যত (চরিত্র গঠন) করার সময় ✯ প্রতিবেশীকে বোঝানোর সময় ✯ ছোট ভাইদের বোঝানোর সময় আমাদের এমন ভালোবাসা পূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করা উচিত, এমন নরম ও স্নেহের সাথে বোঝানো উচিত যেন সামনের ব্যক্তি আমাদেরকে তার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করে। সে যখন আমাদের নিজের শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মেনে নিবে, তখন ! اِنْ شَآءَ الله আমাদের কথাতেও প্রভাব সৃষ্টি হবে এবং বোঝানোর ইতিবাচক ও শুভ ফলও পাওয়া যাবে।

জাতি যেভাবে গঠিত হয়

হযরত আনাস ইবনে মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, এক আনসারি সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ, যাঁর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল ছিল, তিনি একদিন প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর দরবারে হাজির হয়ে সাহায্যের প্রার্থনা করলেন। (যদিও তিনি আর্থিক সাহায্যের আবেদন করেছিলেন, কিন্তু অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত নবী, রাসূলে করীম صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জানতেন যে তাঁর আসল প্রয়োজন অর্থ নয়, বরং অন্য কিছু)। অতএব, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার ঘরে কি কোনো কিছু নেই? তিনি আরজ করলেন: আমার কাছে একটি চাটাই আছে, যার অর্ধেক আমরা নিচে বিছাই আর অর্ধেক গায়ে জড়িয়ে নিই; এবং একটি পেয়ালা আছে, যাতে আমরা পানি পান

করি। তিনি বললেন: যাও! এই দুটি জিনিসই নিয়ে এসো। সেই সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঘরে গেলেন, চাটাই তুললেন, পেয়ালাটি হাতে নিলেন এবং রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির হলেন। নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঘোষণা করলেন: কে এই জিনিসগুলো কিনবে? এক সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরজ করলেন: "হুযুর! আমি এক দিরহামের (রূপার মুদ্রা) বিনিময়ে কিনছি। তিনি বললেন: কেউ কি আছে যে এর চেয়ে বেশি দাম দেবে? দ্বিতীয় আরেকজন সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "হুযুর! আমি ২ দিরহামের বিনিময়ে কিনছি। নবীয়ে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দুটি জিনিসই সেই সাহাবীকে দিয়ে দিলেন, ২ দিরহাম গ্রহণ করলেন এবং জিনিসগুলোর আসল মালিককে দিরহাম দুটি দিয়ে বললেন: "বাজারে যাও, এক দিরহাম দিয়ে খাদ্যসামগ্রী কিনে ঘরে পৌঁছে দাও, আর দ্বিতীয় দিরহাম দিয়ে একটি কুড়াল কিনে আমার কাছে নিয়ে এসো। ওই সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দ্রুত বাজারে গেলেন, খাদ্যসামগ্রী কিনে ঘরে পৌঁছালেন এবং একটি কুড়াল কিনে রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের বরকতময় হাতে সেই কুড়ালে একটি কাঠের হাতল লাগিয়ে দিলেন, আনসারী সাহাবীকে তা দিয়ে বললেন: জঙ্গলে যাও, কাঠ কাটো এবং বাজারে বিক্রি করো। আনসারী সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কুড়ালটি নিয়ে চলে গেলেন। ১৫ দিন পর তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন তাঁর হাতে ১০ দিরহাম ছিল। রহমতের নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তা দেখে আনন্দিত হলেন এবং বললেন: তুমি ভিক্ষা চাইবে আর সেই ভিক্ষা কাল কিয়ামতের দিন তোমার চেহারায় দাগ হয়ে ফুটে উঠবে তার চেয়ে তোমার নিজের হাতে উপার্জন করে খাওয়া অনেক উত্তম। **(আবু দাউদ, পৃ:২৬৯, হাদিস: ১৬৪১)**

!اللہ !اللہ প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইনি হলেন মুয়াল্লিমে কায়েনাত (সারা জাহানের শিক্ষক) নবীয়ে পাক...!! কী অনন্য ও অদ্ভুত শান তাঁর...!! ✯ সেই বরকতময় হাত, যাঁর ইশারায় পুরো কায়েনাত পরিচালিত হয় ✯ এই বরকতময় হাত উঠলেই চাঁদ দুই টুকরো হয়ে যায় ✯ ডুবে যাওয়া সূর্য ফিরে আসে ✯ হাত মুবারক তুললে মেঘমালা ঘিরে ধরে ✯ অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে ✯ সেই বরকতময় হাত যা কোনো অসুস্থ ব্যক্তির গায়ে স্পর্শ করলে আরোগ্য দান করে ✯ প্রাণহীন বস্তুকে স্পর্শ করলে তা প্রাণ ফিরে পায় সেই প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের এই হাত মুবারক দিয়ে তাঁর সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে কুড়ালে কাঠের হাতল লাগিয়ে দিচ্ছেন!

!سُبْحَانَ اللہ জাতি তো আর এমনি এমনি গঠিত হয় না...!! এতে পরিশ্রম লাগে। দুনিয়া যাদের রাখাল বলে হেয় মনে করত, যে সমাজকে কটাক্ষের দৃষ্টিতে দেখা হতো, যে যুগকে মূর্খতার যুগ (আইয়ামে জাহেলিয়াত) বলা হতো আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকে অবনতির গভীর তলদেশ থেকে তুলে এনে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের নেতা বানিয়ে দিয়েছেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাক আমাদের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর ফয়যান (বরকত ও অনুগ্রহ) নসীব করুক। আমাদেরও উচিত যে: ✯ সহজ-সরল উদাহরণ দিয়ে ✯ ঘটনাবলী শুনিয়ে ✯ হাদিস শরিফ শুনিয়ে ✯ কুরআনে কারীমের আয়াত শুনিয়ে খুব সুন্দর ভঙ্গিতে এবং ✯ নম্রতার

সাথে অন্যদের বোঝানো। ✯ দ্বীনের ইলম অর্জন করা ✯ এবং অন্যদেরও অত্যন্ত ভালোবাসা ও স্নেহের সাথে তা শিক্ষা দেওয়া। এর বরকতে اِنْ شَآءَ الله! নিজের আত্মশুদ্ধিও হবে, কাজের বিচক্ষণতা ও সঠিক কৌশলও অর্জিত হবে, আর আল্লাহ পাক চাইলে একজন একজন করে পুরো সমাজটাও শুধরে যাবে। আল্লাহ পাক আমাদের আমল করার তাওফীক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

১২টি দ্বীনি কাজের একটি: প্রাপ্তবয়স্কদের মাদ্রাসা (মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে এবং নেককার-নামাযী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত থাকুন! ১২টি দ্বীনি কাজেও উদ্যমের সাথে অংশগ্রহণ করুন! اِنْ شَآءَ الله! জীবন সুন্দর হয়ে উঠবে, আল্লাহ পাক চাইলে দুনিয়ার প্রতি অনীহার দৌলতও অর্জিত হবে এবং স্বভাব-চরিত্রও শুধরে যাবে। এই ১২টি দ্বীনি কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান (প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কুরআন শিক্ষা মাদ্রাসা), যেখানে সঠিক তাজবিদ ও কিরাতের সাথে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত শেখানো হয়।

হাদিস শরীফে এসেছে: তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে নিজে কুরআন শেখে এবং অপরকে শেখায়। **(তিরমিযী, পৃ:৬৭৫, হাদিস: ২৯০৭)** ✯ কুরআন মাজিদ আল্লাহ পাকের কিতাব ✯ বান্দাদের প্রতি আল্লাহ পাকের পয়গাম (বার্তা) ✯ কিন্তু আফসোস! আজ মুসলমানেরা কুরআনে কারীম থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে ✯ বহু মানুষ দেখেও সঠিকভাবে

কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করতে পারে না ✯ আবার যারা পড়তে পারে, তারাও তাজবিদ ও মাখরাজের এমন সব ভুল করে, যার কারণে নামাযই সহীহ হয় না।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه! আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী বিভিন্ন মসজিদ ও বাজারে প্রতিদিনের ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান-এর ক্লাস পরিচালনা করে কুরআনে কারীমের ফয়যান সর্বসাধারণের মাঝে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট রয়েছে। ✯ যেখানে সঠিক তাজবিদ ও কিরাতের সাথে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত শেখানো হয় ✯ ফরয ইলম (প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞান) শিক্ষা দেওয়া হয় ✯ সুন্নাত ও আদবসমূহ শেখানো হয় এবং ✯ তরজমা ও তাফসীর (অনুবাদ ও ব্যাখ্যা) শোনার সুযোগ পাওয়া যায়। আপনিও এতে অংশগ্রহণ করুন! ! اِنْ شَآءَ الله অনেক বরকত লাভ করবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানটি শেষের দিকে নিয়ে আসার প্রাক্কালে সুন্নাতের ফযিলত এবং জীবনযাপনের কিছু আদব বা শিষ্টাচার বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ اَحَبَّنِي وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসল, সে মূলত আমাকেই ভালোবাসল; আর যে আমাকে ভালোবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথেই থাকবে। **(তারিখে মদীনা দামেস্ক, ৯/৩৪৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "১০১ মাদানী ফুল" থেকে সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদবসমূহ জেনে নিই:

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: সকল সুরমার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুরমা হলো ইসমাত। কেননা তা দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং চোখের পাপড়ি গজাতে সাহায্য করে। **(ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তুহফা, বাবুল কুহলি বিল ইসমিদ, ৪/১১৫, হাদিস: ৩৪৯৭)** ✯ পাথরের তৈরি সুরমা ব্যবহারে কোনো বাধা নেই। তবে সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে (সাজ-গুজের নিয়্যতে) পুরুষের জন্য কালো সুরমা বা কাজল লাগানো মাকরুহ। আর সৌন্দর্য উদ্দেশ্য না থাকলে (বরং কেবল সুন্নাত বা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হলে) মাকরুহ নয়। **(ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩৫৯)** ✯ ঘুমানোর সময় সুরমা ব্যবহার করা সুন্নাত। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/১৮০)**

ঘোষণা

সুরমা লাগানোর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদবসমূহ তরবিয়তী হালকায় বর্ণনা করা হবে। তাই এগুলো জানার জন্য তরবিয়তী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ১৩ আগস্ট ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

সুরমা লাগানোর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদবসমূহ

সুরমা ব্যবহারের যে তিনটি পদ্ধতি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তার সারসংক্ষেপ নিচে তুলে ধরা হলো: ✯ কখনো উভয় চোখে তিন শলাকা করে লাগানো। ✯ কখনো ডান চোখে তিন শলাকা এবং বাম চোখে দুই শলাকা লাগানো। আবার কখনো উভয় চোখে দুই শলাকা করে লাগানো এবং শেষে এক শলাকা সুরমাদানি থেকে নিয়ে পর্যায়ক্রমে তা দিয়ে উভয় চোখে একবার করে লাগানো। **(শুয়াবুল ঈমান, ফাসলুন ফিল কুহল, ৫/২১৮, হাদিস: ৬৪২৮)** এভাবে লাগালে اِنْ شَآءَ الله! তিন ধরনের সুন্নাতের ওপরই পর্যায়ক্রমে আমল অব্যাহত থাকবে। ✯ সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ যত কাজ রয়েছে, আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার সবকিছু ডান দিক থেকেই শুরু করতেন। তাই সুরমা লাগানোর সময় প্রথমে ডান চোখে এবং পরে বাম চোখে লাগান।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দোয়ায়ে মুস্তফা

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সিডিউল অনুযায়ী ‘দোয়ায়ে মুস্তফা’ মুখস্ত করানো হবে। দোয়াটি হলো:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْب ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِك

(মুসনাদে আহমাদ, ৪/৫১১, হাদিস: ১৩৬৯৭)

অনুবাদ: হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর অটল রাখো। **(মাদানী পাঞ্জেসূরা, পৃ:২০৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি?

১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া থেকে বেঁচেছি কি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও

শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ اللّٰه পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার ।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী

দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد